গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন শাখা-৫

নং-পাসম/উন্নঃ-৫/৩প-১/২০০১/১৮৪

তারিখ ঃ২৭-১২-১৪১০বঃ/১০-৪-২০০৪খ্রিঃ

বিষয় ঃ বিগত ৩১-০৩-২০০৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের ৭ম সভার কার্যবিবরণী।

বিগত ৩১-০৩-২০০৪ তারিখ দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের" ৭ম সভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত পরিষদের সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে সংযুক্ত।

২। সভার প্রারম্ভে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর তিনি মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রম কে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার অনুরোধ জানান।

৩। উপস্থাপন ঃ

৩.১ মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ উপস্থিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সকল সম্মানিত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে ৭ম সভার পটভূমি তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, বিগত ২০শে নভেম্বর, ২০০২ তারিখে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সময় স্বল্পতার জন্য উক্ত সভায় খসড়া জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উপর বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি বিধায় জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের পরবর্তী সভায় খসড়া জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটির উপর বিস্তারিত আলোচনা ও বিবেচনার জন্য উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারই আলোকে আজকের এ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

৩.২ [illegible] নভেম্বর ২০০২ তারিখে [illegible] পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বিগত ১৪ই মে ২০০৩ তারিখে "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার" খসড়া পর্যালোচনা করার নিমিত্তে ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কে আহবায়ক করে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। কমিটি বিগত ৩১শে আগষ্ট ২০০৩ তারিখে তাদের পর্যালোচনা প্রতিবেদন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে পেশ করে।

৩.৩ তিনি উল্লেখ করেন যে, "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি" বিগত ২২শে নভেম্বর ২০০৩ তারিখের ১২তম সভায় কমিটির প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করে 'জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের" সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছে এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশসহ কতিপয় সুপারিশ "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের" বিবেচনার জন্য উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩.৪ তিনি সভাকে জানান যে, আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। ৫৭টি সীমান্ত নদীর মধ্যে ৫৬ টিরই পানি প্রবাহ সম্বন্ধে কোনরূপ চুক্তি না থাকার কারণে শুষ্ক মৌসুমে পানির দুস্প্রাপ্যতা, আবহওয়া পরিবর্তন, পানি-দূষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নলেজ গ্যাপ আছে। পর্যায়ক্রমে আরও তথ্যানুসন্ধান এবং সমীক্ষা চালিয়ে এ সমস্ত নলেজ গ্যাপ পূরণ করে এ পরিকল্পনা হালনাগাদ করা হবে।

৩.৫ তিনি জানান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক নির্দেশনায় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার তত্ত্বাবধানে এবং বাংলাদেশে পানি সম্পদ সেক্টরে কর্মরত সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, এজেন্সী, পানি বিশেষজ্ঞ, উন্নয়ন সহযোগী, দেশীয়

ও আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সুশীল সমাজ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগণ এবং জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় দেশে প্রাপ্ত পানি সম্পদের ভিত্তিতে এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রাপ্ত পানি সম্পদের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধি পেলে "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" হালনাগাদ করার সময় তা বিবেচনায় আনা হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র দূরীকরণ ও সামাজিক উন্নয়ন বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য বর্তমান সরকার "অন্তরবর্তীকালীণ দারিদ্র দূরীকরণ কৌশল পত্র (IPRSP), ডিসেম্বর ২০০২" প্রণয়ন করেছে। এ কৌশল পত্রে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে পানি সম্পদের গুরুত্বের কথা উল্লেখপূর্বক জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। যেহেতু জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নকালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, জনগণের উন্নততর জীবনমান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তাই জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুমোদন করা হলে সরকারের মৌলিক লক্ষ্যসমূহ পূরণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৩.৬ তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থাসমূহ এ পরিকল্পনাটি অনুমোদনের জন্য অব্যাহত ভাবে অনুরোধ করে আসছে। পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হলে পানি সেক্টরে তাদের অধিক অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়।

৩.৭ তিনি সভাকে আশ্বস্ত করেন যে, পরিকল্পনাটি উচ্চাভিলাষী মনে হতে পারে, কিন্তু এটির বাস্তবায়ন নিশ্চিতভাবেই আমাদের সাধ্যের ভেতরে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিক্ষিপ্তভাবে পানি সম্পদ খাতে যে অর্থ ব্যয় করছে সেগুলো সমন্বিত উপায়ে ব্যয় করতে পারলে আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সফলতা আসবে।

৩.৮ তিনি এ পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক সভায় উপস্থাপন করেন।

(ক) ২৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনাটি একটি কাঠামোগত পরিকল্পনা। পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্বে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) জড়িত থাকলেও এতে উপস্থাপিত কার্যক্রমসমূহকে ব্যাপকভিত্তিক কাঠামো হিসেবে গ্রহণ করে পানি সম্পদ খাতের সংগে সংশ্লিষ্ট ১২টি মন্ত্রণালয় ও ২৪টি এজেন্সী নিজস্ব প্রকল্প তৈরী করবে এবং দেশে প্রচলিত প্রকল্প অনুমোদনের নীতিমালা অনুসরণ করে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করবে।

(খ) এতে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী সময়ের জন্য প্রস্তাবিত অর্থের পরিমাণ শুধু নির্দেশিকা মাত্র। পরিকল্পনাটিতে সরকারী অনুমোদন দেয়ার ফলে উল্লিখিত পরিমাণ বিনিয়োগ সরকারী অর্থায়নের নিশ্চিতকরণকে বোঝাবে না। উল্লিখিত অর্থ ১২টি মন্ত্রণালয় ২৫ বছরে খরচ করবে বলে ধারণা করা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ৬২% স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ব্যয় করবে।

(গ) পানি ব্যবহারকারী বিভিন্ন সাবসেক্টরের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনাটিকে একটি সুষম, সামগ্রিক ও সমন্বিত রূপ দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনাটিকে অনুমোদন দিয়ে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার গণতান্ত্রিক সরকার ১৯৯৫ সালের মতই আরেকটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য যে, নভেম্বর ১৯৯৫ সালে গৃহীত "বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশল" এর সুপারিশের আলোকে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অতঃপর তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানান।

৩.৯ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আইয়ুব কাদরী PowerPoint এ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটির উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক ১৯৯৫ সনে অনুমোদিত "বাংলাদেশ ওয়াটার এন্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাটেজি" অনুসরণে "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা"

প্রণয়ন করা হয়েছে। অতঃপর তিনি দেশের পানি সম্পদ খাতের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ যথা- অববাহিকাগত অবস্থান, বন্যা, অকাল বন্যা, শুষ্ক মৌসুমের খরা, বর্ষাকালীন খরা, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন, নদী ভরাট, ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির দূষণ, আর্সেনিক, শহরাঞ্চলের নিষ্কাশন ব্যবস্থা, দেশের জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি, শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা গ্রামাঞ্চলের তুলনায় অব্যাহত বৃদ্ধি, জনপ্রতি চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস প্রসঙ্গগুলো উল্লেখ করে এ পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ যথা- বিবেচ্য ইস্যু, ইস্যুভিত্তিক টপিক পেপার, উন্নয়ন কৌশল, খসড়া পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন।

৩.১০ তিনি এ পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টসমূহ যথা- পানি ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ, কস্ট শেয়ারিং এন্ড কস্ট রিকভারি, বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ, নতুন বিনিয়োগ ব্যবস্থার প্রবর্তন, জবাবদিহিতার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে সভাকে অবহিত করেন এবং জানান যে, এ পরিকল্পনাটি স্বল্পমেয়াদে (১ হতে ৫ বছর), মধ্যমেয়াদে (৬ হতে ১০ বছর) ও দীর্ঘমেয়াদে (১১ হতে ২৫ বছর) - এ তিন পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে এবং প্রতি ৫ বছর অন্তর পরিকল্পনাটি হালনাগাদ করা হবে।

৩.১১ তিনি জানান যে, সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ধারণার আলোকে এ পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় ৮টি গুচ্ছে মোট ৮৪টি কর্মসূচী রয়েছে এবং কর্মসূচীগুলো হচ্ছেঃ কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনা-৮টি, পরিবেশ এবং জলজ সম্পদ-১০টি, প্রধান শহরসমূহ-১৭টি, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা-৬টি, প্রধান নদীসমূহ-১২টি, শহর এবং গ্রাম অঞ্চল-৮টি, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন-১০টি, অনুকূল পরিবেশ-১৩টি। এ পরিকল্পনায় তিনটি বৃহৎ ব্যারাজ নির্মাণের প্রস্তাব আছে। বড় ব্যারাজ নির্মাণের পরিকল্পনা, ডিজাইন ও বাস্তবায়ন করার অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। পরিকল্পনাটি একটি ফ্রেমওয়ার্ক প্ল্যান; পরিকল্পনা অনুসরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সী সরকার কর্তৃক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেশের প্রচলিত প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুসরণ করে তাদের নিজস্ব প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। পরিকল্পনাটি মোট ২৪টি সরকারী এজেন্সী, এনজিও ও সিবিও কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদে ৭,৪৩৮ কোটি টাকা, মধ্যমেয়াদে ২২,৪৭২ কোটি টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদে ৬১,৫৪৬ কোটি টাকা সর্বমোট ৯১,৪৫৬ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থাসমূহ এ পরিকল্পনাটি অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করে আসছে। এটি অনুমোদিত হলে পানি সেক্টরে তাদের অংশগ্রহণ আরও ব্যাপক ও ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সুফল অর্জিত হবে।

৩.১২ তিনি উল্লেখ করেন যে, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আহবায়ক করে গঠিত কমিটি বিগত ৩০শে আগষ্ট ২০০৩ তারিখে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রদান করেঃ

"১। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মধ্যে প্রদত্ত তালিকায় বর্ণিত প্রথম পাঁচ বছরের কার্যক্রমসমূহ "খ" অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে।"

২। (১) আগামী ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে দেশের ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির (বিশেষতঃ ভূ-গর্ভস্থ) এসেসমেন্ট সম্পন্ন করতে হবে।

(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার ঘাটতি পূরণের জন্য যথোপযুক্ত সমীক্ষা/কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

(৩) ভারতের আন্তঃবেসিন নদী সংযোগ প্রকল্পের প্রভাব জরুরী ভিত্তিতে নিরূপণ করতে হবে।

৩। উপরোক্ত পর্যবেক্ষণসমূহের ভিত্তিতে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পুনঃপ্রণয়নের/ পর্যালোচনার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উল্লিখিত প্রথম ৫ (পাঁচ) বছরের কার্যক্রমসমূহ ছাড়াও অতিরিক্ত নতুন কিছু কার্যক্রম আগামী ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে ।"

৩.১৩ তিনি আরও অবহিত করেন যে, বিগত ২২শে নভেম্বর ২০০৩ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি" এর ১২তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাজাহান সিরাজ, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উকিল আবদুস সাত্তার ভূঁঞা, বিশেষ আমন্ত্রণে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট গৌতম চক্রবর্তীসহ "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি" এর অন্যান্য সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। ECNWRC এর ১২তম সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

"৪.১ খসড়া "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি" (৫ খন্ডে) "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ" এর অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

৪.২ "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" -এ প্রস্তাবিত স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম (প্রথম বর্ষ হতে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত) অতি শীঘ্র বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

৪.৩ "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" -এ যে সকল বিষয়ে জ্ঞানের স্বল্পতা (Knowledge gap) রয়েছে সে বিষয়গুলো সম্বন্ধে ওয়ারপো সমীক্ষা কাজ হাতে নিবে এবং আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে তা সমাপ্ত করবে। বিশেষতঃ নিম্নোক্ত সমীক্ষাসমূহ অগ্রাধিকার পাবে ঃ

ক) গুণগত এবং পরিমাণগত দিক থেকে ভূ-পরিস্থ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা নিরূপণ;
খ) নদী ভাঙ্গন সমস্যা সমাধানের উপায় নিরূপণ;
গ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড এর যৌথ উদ্যোগে জলাভূমির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন।

৪.৪ আর্সেনিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প সম্বন্ধে স্থানীয় সরকার বিভাগ সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করবে।"

৪.৫ "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা-২০০১" এর হালনাগাদকরণের (updating) সময় পানি বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক প্রণীত রিপোর্টে উল্লিখিত সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণসমূহ (observations) বিবেচনায় আনয়ন।

৪.৬ ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত আন্তঃবেসিন নদী সংযোগ প্রকল্পের প্রভাব জরুরী ভিত্তিতে নিরূপণের জন্য একটি সমীক্ষা কাজ অবিলম্বে গ্রহণ।"

৩.১৪ সর্বশেষে তিনি "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা"-টি সদয় অনুমোদন ও ECNWRC এর ১২তম সভায় গৃহীত সুপারিশসমূহ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সদয় বিবেচনাসহ 'জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' অনুসরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সরকার নির্ধারিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ও প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে - এ মর্মে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করে তাঁর উপস্থাপনা শেষ করেন।

৪. আলোচনা ঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক উপস্থাপনা শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে পরিকল্পনার উপর আলোচনা ও মতামত প্রদানের আহবান জানান।

৪.১ লেঃ কর্ণেল (অবঃ) আকবর হোসেন, বীর প্রতীক, মাননীয় মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় আলোচনার সূত্রপাত করে বলেন যে, দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এ ধরনের একটি সমন্বিত পরিকল্পনা খুবই জরুরী। তিনি জানান যে, দেশের মোট যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের মধ্যে প্রায় ৪০% নৌ-পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। অথচ বিগত ৩০ বছরে নদীগুলো শুকিয়ে যাওয়ায় নৌ-পথের পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছে। নদীগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। নৌ-পথে মালামাল পরিবহন ব্যয় স্থলপথের ব্যয়ের তুলনায় প্রায় ৫০% কম। তিনি আরও বলেন যে, যেহেতু নৌ-পথে পরিবহন ব্যয় কম, সেহেতু নৌ-পথে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হলে আরও কম মূল্যে ভোক্তাগণের কাছে মালামাল পৌছানো সম্ভব হবে। নৌ-পরিবহন বিষয়টি এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা তিনি জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন যে, এ পরিকল্পনাটি একটি ফ্রেম ওয়ার্ক পরিকল্পনা। এর মধ্যে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিসহ নৌ-পরিবহন খাতের উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থা এসব কর্মসূচীর আলোকে প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। পানি সম্পদ সচিব আরও উল্লেখ করেন যে এ প্রকল্পের "এমআর ০১১: নৌ চলাচলের জন্য নদী খনন" ছাড়াও অন্যান্য কর্মসূচীতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচীর আলোকে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রকল্প প্রণয়ন করবে।

৪.২ আল্লামা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী, মাননীয় সংসদ সদস্য, পিরোজপুর-১ এ পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য ১৪-০৫-২০০৩ তারিখে গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দকে তাদের মতামত দেওয়ার সুযোগ প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান। এ প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানান যে, বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশসমূহ সম্পর্কে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেছেন।

৪.৩ এ পর্যায়ে মেজর (অবঃ) সাইদ এস্কান্দার, মাননীয় সংসদ সদস্য, ফেনী-১ উল্লেখ করেন যে, এ পরিকল্পনায় কারিগরী বিষয়ের উপর অধিক প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে বাংলাদেশের কোন নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে যাতে সঠিকভাবে পূনর্বাসন করা হয় তার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার। অপরিকল্পিত রাস্তা ঘাট নির্মাণের ফলে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে তিনি জানান। বাংলাদেশের উজানে কোন নদীর পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহার করা হলে বাংলাদেশের উপর তার কি প্রভাব পড়বে এবং তা মোকাবেলায় কি করণীয় সে সম্পর্কে এ পরিকল্পনায় কোন দিক নির্দেশনা নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, এ পরিকল্পনায় ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত Inter-basin Water Transfer প্রকল্পের কোন উল্লেখ নেই। তিনি এ বিষয়ে একটি Task Force গঠন করার প্রস্তাব করেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, পানি সম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে একটি পরিচ্ছেদ এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকলে ভাল হত। বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের অংশগ্রহণে একটি সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা থাকলে সংশ্লিষ্ট সকলেই উপকৃত হত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

মাননীয় সংসদ সদস্য মেজর (অবঃ) সাইদ এস্কান্দারের মতামতের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এ পরিকল্পনার আলোকে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে পূনর্বাসনের ব্যবস্থা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী জানান যে, ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত Inter-basin Water Transfer প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণ ও তা মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইতিমধ্যেই একটি Task Force গঠন করা হয়েছে এবং জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১২তম সভায় এ বিষয়ে একটি সমীক্ষা কাজ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৪.৪ ডঃ কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেন যে, দেশের আর্সেনিক সমস্যা মোকাবেলার জন্য একটি নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ভবিষ্যতে updating এর সময় এ নীতি বিবেচনায় আনার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানে প্রণয়নাধীন দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে এ পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট সুপারিশমালা অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। তিনি তথ্যগত ভুল/ত্রুটি সংশোধনপূর্বক পরিকল্পনাটি অনুমোদনের স্বপক্ষে মতামত প্রদান করেন।

৪.৫ জনাব আবদুল মান্নান, মাননীয় সংসদ সদস্য, ঢাকা-২ বলেন যে, ১৯৯৫ সালে "বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশল" প্রণয়নের মধ্য দিয়ে এদেশে পানি সম্পদের সমন্বিত পরিকল্পনার সূচনা হয়। এ কৌশলপত্রের সুপারিশের আলোকেই বর্তমানে এ "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" টি প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন যে যেহেতু পানি একটি সম্পদ তাই এ প্রকল্পের নাম "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" না হয়ে "জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" হলে ভাল হত।

৪.৬ জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় রাস্তা নির্মাণের সময় পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় দেশে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে, এ মর্মে মেজর (অবঃ) সাইদ এস্কান্দার, মাননীয় সংসদ সদস্য এর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সভাকে জানান যে, বর্তমানে দেশে রাস্তা নির্মাণের সময় এ বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার সংস্থান রাখা হচ্ছে। তিনি বলেন যে, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হলে দেশে পানি সম্পদ খাতে বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

৪.৭ জনাব এম, কে, আনোয়ার, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন যে, ভবিষ্যতে দেশে পানির চাহিদা ও পানি সংক্রান্ত সমস্যাদি আরও বৃদ্ধি পাবে। তাই পানি সম্পদ সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়নকালে কৃষিখাতে পানির চাহিদা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার। পানি সম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি একটি ভাল উদ্যোগ বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে এ পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের ৫% কৃষি খাতের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

৪.৮ এ পরিকল্পনা পর্যালোচনার জন্য ১৪-০৫-২০০৩ তারিখে গঠিত কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব আ, ন, হ, আকতার হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতিক্রমে বলেন যে, দেশের সামগ্রিক স্বার্থে পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হওয়া দরকার। তবে এ পরিকল্পনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্যগত ত্রুটি/ভুল আছে যেমন- বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিমাণ বেশী দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশের আয়তন কম দেখানো হয়েছে, ভূ-পরিস্থ পানির পরিমাণ (বিশেষত বর্ষা মৌসুমে) বেশী দেখানো হয়েছে এবং মেঘনা নদীর নিম্নাঞ্চলে লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় পানির প্রবাহ কম দেখানো হয়েছে।

৪.৯ জনাব এম, মোরশেদ খান, মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেন যে, যেহেতু আমাদের দেশের পানি সম্পদ বহুলাংশে উজানের দেশের উপর নির্ভরশীল তাই বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভূটানের অংশগ্রহণে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে সংশ্লিষ্ট সকলেই উপকৃত হত এবং পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাবলী সমাধানে সহজ হত। তিনি আরও বলেন যে, যেহেতু নদী ভাঙ্গনসহ বিভিন্ন কারণে সীমান্ত নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের আয়তন কমে যায়, তাই কোন কারণে সীমান্ত নদীর গতিপথ পরিবর্তন হলে তা রোধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

এ বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রী জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ও মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর সহযোগিতায় সীমান্ত নদীর গতি পথ অপরিবর্তিত রাখার বিষয়ে তাৎক্ষণিক তীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এ বিষয়ে বর্তমান সরকার গুরুত্ব প্রদান করছে মর্মে জানান।

৪.১০ জনাব মোঃ সাইফুর রহমান, মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বলেন যে, এ ধরণের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় ছোট-খাট ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। পরবর্তী updating এর সময় তা সংশোধন করা যাবে। তিনি আরও বলেন যে, এ পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হলে দেশে পানি সম্পদ খাতে উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। তাই এ পরিকল্পনা অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

৪.১১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সভায় উপস্থিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতামত ও আলোচনার প্রেক্ষিতে বলেন যে, এ ধরণের একটি বড় পরিকল্পনায় কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক তবে কোন ভুল তথ্য থাকলে তা সংশোধন করতে নির্দেশ দেন। তাছাড়া যেহেতু পরিকল্পনাটি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পর্যালোচনার করার বিধান রয়েছে, সেহেতু যে সকল বিষয়গুলো যথাযথ প্রতিফলিত হয়নি সেগুলো পরিকল্পনা পর্যালোচনাকালে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় পরিকল্পনায় যদি অন্তর্ভুক্ত না থেকে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা স্ব স্ব প্রকল্প প্রণয়নের সময় অন্তর্ভুক্ত করে নেবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ পরিকল্পনা অনুমোদন করেন এবং এ পরিকল্পনাটি প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

৫. **সিদ্ধান্ত:**

বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় সর্বসম্মতভাবে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

(১) প্রস্তাবিত "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (৫ খন্ডে)" অনুমোদন করা হল।

(২) জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১২তম সভার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদন করা হল ঃ

(ক) "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা"- এ প্রস্তাবিত স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম (প্রথম বর্ষ হতে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত) অতি শীঘ্র বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা"- এ যে সকল বিষয়ে জ্ঞানের স্বল্পতা (Knowledge gap) রয়েছে সে বিষয়গুলো সম্বন্ধে ওয়ারপো সমীক্ষা কাজ হাতে নিবে এবং আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে তা সমাপ্ত করবে। নিম্নোক্ত সমীক্ষাসমূহ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবেঃ

- গুণগত এবং পরিমাণগত দিক থেকে ভূ-পরিস্থ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা নিরূপণ;
- নদী ভাঙ্গন সমস্যা সমাধানের উপায় নিরূপণ;
- পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড এর যৌথ উদ্যোগে জলাভূমির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" এর হালনাগাদকরণের (updating) সময় পানি বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক প্রণীত রিপোর্টে উল্লিখিত সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণসমূহ বিবেচনায় আনয়ন; এবং
- ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত আন্ত:বেসিন নদী সংযোগ প্রকল্পের প্রভাব জরুরী ভিত্তিতে নিরূপণের জন্য একটি সমীক্ষা কাজ অবিলম্বে গ্রহণ।

(৩) ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত আর্সেনিক নীতিমালা অনুসরণে আর্সেনিক সংক্রান্ত বিষয়গুলো পরিচালিত হবে।

(৪) "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" অনুসরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সরকার নির্ধারিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ও প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

(৫) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) কেন্দ্রীয়ভাবে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় করবে।

৬। পরিশেষে মাননীয় সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০/৫/২০০৪

(আইয়ুব কাদরী)
সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য সচিব
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

(খালেদা জিয়া)
প্রধানমন্ত্রী
ও
সভাপতি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

পরিশিষ্ট-ক

জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের ৭ম সভায় উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দের তালিকা।

সম্মানীত সদস্যবৃন্দ

১. জনাব সাইফুর রহমান, মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

২. জনাব আবদুল মান্নান ভূইয়া, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার , পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৩. জনাব এম, কে, আনোয়ার, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়।

৪. কর্ণেল আকবর হোসেন, মাননীয় মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৫. জনাব হাফিজ উদ্দিন, বীরবিক্রম, মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৬. জনাব এম, মোরশেদ খান, মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৭. উকিল আবদুস সাত্তার ভূইয়া, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৮. ড.কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৯. এম,এ, মতিন, এমপি, সভাপতি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিয় স্থায়ী কমিটি।

১০. জনাব আবদুল মান্নান, মাননীয় সংসদ সদস্য, ঢাকা-২।

১১. আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মাননীয় সংসদ সদস্য,পিরোজপুর-১।

১২. মেজর(অবঃ) সাইদ এস্কান্দার, মাননীয় সংসদ সদস্য, ফেণী-১।

১৩. জনাব আইয়ুব কাদরী, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৪. জনাব আজাদ রুহুল আমিন, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

১৫. জনাব শমশের এম চৌধুরী, সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

১৬. মির্জা তাসাদ্দুক হোসেন বেগ, সচিব, অর্থনৈতিক সম্পদ বিভাগ।

১৭. জনাব এ,এস,এম. আবদুল হালিম, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

১৮. জনাব আসাদুজ্জামান, সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১৯. জনাব এ,এইচ,এম, আবুল কাসেম, ভারপ্রাপ্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

২০. জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২১. জনাব মোখলেসুজামান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

২২. জনাব এইচ,এস,এম ফারুক, মহাপরিচালক, ওয়ারপো।

২৩. জনাব তৌহিদুল আনোয়ার খান, সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

২৪. ড.মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা, প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২৫. জনাব এ,কে,এম. জহির উদ্দিন চৌধুরী, অধ্যাপক, পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট, বুয়েট, ঢাকা।

বিশেষ আমন্ত্রণক্রমেঃ

১. এ্যাডঃ গৌতম চক্রবর্তী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২. জনাব হারিছ চৌধুরী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব-১,

৩. আলহাজ্জ মোহাম্মদ মোসাদ্দেক আলী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব-২,